



12527 - সাহু সজিদার কারণসমূহ

প্রশ্ন

মুসল্লীকে কখন নামাযে সাহু সজিদাহ দিতে হবে?

উত্তরের সংক্ষিপ্তসার

উত্তরের সারাংশ: নামাযে সাহু সজিদাহর কারণ তিনটি। যথা: বৃদ্ধি, কমতি ও সন্দেহে। যদি মুসল্লী কোনো ওয়াজবি ছড়ে দিয়ে অথবা রাকাতের সংখ্যার ব্যাপারে সন্দেহে ভুগে এবং সন্দেহে দুইপ্রান্তরে কোনোটি তার কাছে প্রাধান্য না পায় তাহলে তাকে সালামের আগে সাহু সজিদাহ দিতে হবে। আর যদি নামাযে কোন কিছু বাড়তি করবে কিংবা সন্দেহে করবে এবং সন্দেহে প্রান্তরদ্বয়ের কোন একটি তার কাছে প্রাধান্য পায় তাহলে সালামের পরে সাহু সজিদাহ দিতে হবে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক: সাহু সজিদার বধিবিদ্ধতা

বান্দাদরে প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ এবং এই পূর্ণাঙ্গ দ্বীনরে অন্যতম সৌন্দর্যেরে নদির্শন হল তাদরে ইবাদতে যে ঘটতি প্রবশে করে তা পূর্ণরে বধিান তনি প্রদান করছেন, যে ঘটতি থেকে তারা পুরোপুরি বঁচে থাকতে পারে না। সটো নফল ইবাদতেরে মাধ্যমে কিংবা ক্শমা প্রার্থনার মাধ্যমে কিংবা অনুরূপ কছির মাধ্যমে।

বান্দাদরে নামাযে আপততি ঘটতি পূর্ণরে জন্য আল্লাহ তার বান্দাদরেকে সাহু সজিদার বধিান দয়িছেন। তবে এই বধিান আরোপ করা হয়ছে কছির নরিদষ্টি বধিয়ারে ক্শতপূর্ণরে জন্য। সকল কছির ক্শতি সাহু সজিদা পূর্ণ করবে না কিংবা সব কছির জন্য সাহু সজিদা দয়োর বধিান নই।

দুই: সাহু সজিদার কারণসমূহ

সাহু সজিদার কারণসমূহেরে ব্যাপারে শাইখ ইবনে উছাইমীনকে জিজ্ঞাসা করা হয়ছিলি। তনি উত্তর দনে:



সাকুল্যে নামাযে সাহু সজিদার কারণ তিনটি:

১. বৃদ্ধি

২. কমতি

৩. সন্দেহে

বৃদ্ধির উদাহরণ হলো: কটে একটা রুকু, একটা সজিদা, একটা দাঁড়ানো বা একটা বসা বৃদ্ধিকরা।

কমতির উদাহরণ হলো: কটে নামাযের কোন একটা রোকন বা নামাযের কোন একটা ওয়াজবি কম করা।

সন্দেহের উদাহরণ হলো: কোন ব্যক্তি নামাযের সংখ্যা নিয়ে দ্বিধায় পড়ে যাওয়া; যমেন সবে কতিনি রাকাত পড়ছে; নাকি চার রাকাত।

তনি: নামাযে বৃদ্ধির কছিরূপ

নামাযে একজন মানুষ যদি একটা রুকু, একটা সজিদা, একটা দাঁড়ানো বা একটা বসা ইচ্ছা করে বৃদ্ধিকরে— তাহলে তার নামায বাতলি হয়ে যাবে। কারণ সবে নামাযে কছিরূপ বৃদ্ধিকরার অর্থ হলো আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসুলের নরিদশেতি পদ্ধতির ভিন্ন পদ্ধতিতে নামায পড়া। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করল যা আমাদের নরিদশেনার ভিত্তিতে নয়— তা প্রত্যাখ্যাত।”[সহীহ মুসলিম (১৭১৮)]

আর যদি ভুলবশতঃ বৃদ্ধিকরে তাহলে নামায বাতলি হবে না। কিন্তু সালামের পর সাহু সজিদা দিতে হবে। এর পক্ষে দলীল হলো আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস; যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকিলেরে দুই নামাযের কোনোটো এক নামাযে, সটো যোহর কথিবা আসর, দুই রাকাত পড়ে সালাম ফরিয়ে ফেলেনে। তারা (সাহাবীরা) যখন বিষয়টি তাঁকে জানাল তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাকি নামায পড়ে সালাম ফরোলেনে। সালামের পর তনি দুটি সজিদাহ দলিনে। [হাদীসটি বুখারী (৪৮২) ও মুসলিম (৫৭৩) বর্ণনা করছেন]।

আরও একটি দলীল হল ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, তনি বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের নিয়ে যোহরের নামায পাঁচ রাকাত পড়ালেনে। নামায শেষে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল: ‘নামাযে কি বৃদ্ধিকরা হয়েছে?’ তনি বললেন: “এ প্রশ্ন কেন?” তারা বলল: আপনি পাঁচ রাকাত নামায পড়ছেন। তনি তখন তার দুই পা ঘুরিয়ে কবিলামুখী হলেনে এবং দুটি সজিদাহ দলিনে। [হাদীসটি বুখারী (৪০৪) ও মুসলিম (৫৭২)]



চার: নামাযে কমতরি কছি রূপ

আর কমত হিলো: যদি কটে নামাযের কোনে একটা রোকন কমায় এক্ষতেরে তার অবস্থা হতে পারে পরবর্তী রাকাতে ঐ রোকনের স্থানে পটৌছানোর আগে তার স্মরণ পড়বে। তখন তার উপর আবশ্যক হল ঐ রোকনে ফরিতে এসে সটো থেকে পরবর্তী আমলগুলো সম্পন্ন করা।

আর যদি পরবর্তী রাকাতে ঐ রোকনের স্থানে পটৌছার পর মনে পড়ে তাহলে দ্বিতীয় রাকাতটি আগেরে রোকন ত্যাগকৃত রাকাতেরে স্থলাভিষিক্ত হবে। আর ঐ রাকাতেরে বদলে অন্য একটা রাকাত পড়ে নবি। এ দুটো অবস্থাতেই সালামের পরে তাকে সাহু সজিদাহ দিতে হবে।

এর উদাহরণ হলো: এক ব্যক্তি প্রথম রাকাতেরে প্রথম সজিদা দেওয়ার পর দাঁড়িয়ে গলে, আর বসল না এবং দ্বিতীয় সজিদাও দলি না। যখন ক্বরোত শুরু করল তখন তার মনে পড়ল যে সে সজিদাহ দয়েনি এবং দুই সজিদার মাঝে বসেনি। তখন সে ফরিতে গিয়ে দুই সজিদার মাঝে বসবে, তারপর (দ্বিতীয়) সজিদাহ দবি, তারপর দাঁড়িয়ে নামাযেরে বাকটুকু শেষে করবে। নামাযেরে সালাম ফরোনোর পর সাহু সজিদাহ দবি।

আর যে ব্যক্তির দ্বিতীয় রাকাতে ঐ স্থানে পটৌছানোর আগে মনে পড়েনি তার উদাহরণ হলো: সে প্রথম রাকাতে প্রথম সজিদাহ থেকে দাঁড়িয়ে গলে, দ্বিতীয় সজিদাহ দলি না এবং দুই সজিদার মাঝে বসল না। তবে দ্বিতীয় রাকাতে দুই সজিদার মাঝে বসার আগ পর্যন্ত বশিয়টা তার মনে পড়ল না। এমন অবস্থায় তার দ্বিতীয় রাকাতটাই হয়ে যাবে প্রথম রাকাত। সে নামাযে এক রাকাত বৃদ্ধি করে সালাম ফরিয়ে তারপরে সাহু সজিদাহ দবি।

নামাযে ওয়াজবিরে কমত: কটে যদি একটা ওয়াজবি আদায় না করে পরবর্তী স্থানে চলে যায়, যমেন: **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى** (সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা) বলতে ভুলে যায় এবং সজিদা থেকে মাথা তুলে ফেলোর আগে তার মনে না পড়ে; তাহলে সে ভুলবশতঃ নামাযেরে একটা ওয়াজবি ত্যাগ করল। এমতাবস্থায় সে নামায চালিয়ে যাবে এবং সালাম ফরোনোর আগে সাহু সজিদাহ দবি। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম বঠেক ছড়ে দেওয়ার পরও নামায চালিয়ে গিয়েছিলেন বঠেক ফরিতে আসেননি। সালাম ফরোনোর আগে তিনি সাহু সজিদাহ দিয়েছিলেন।

পাঁচ: নামাযে সন্দহেরে কছি রূপ

সন্দহে হলো বৃদ্ধি ও কমতরি মাঝে দ্বিধা। যমেন: কটে যদি দ্বিধায় পড়ে যায় হয় যে সে কতিনি রাকাত নামায পড়ছে; নাকি চার রাকাত। এক্ষতেরে তার দুই অবস্থা:

হয়তো তার কাছে দুটির একটা প্রাধান্য পাবে: কমত বা বৃদ্ধি; তাহলে তার কাছে যেটা প্রাধান্য পয়েছে সটোর উপর ভিত্তি



করে সবে নামায পূরণ করবে এবং সালাম ফরোনোর পর সাহু সজিদাহ দবিবে।

নতুবা তার কাছের দুটরি কোনোটোটি পুরাধান্য পাবে না। তখন তার যতটুকুর উপর দৃঢ় বশ্বিাস আছে তথা কম সংখ্যা, ততটুকু ধরে নিয়ে নামায পূরণ করবে এবং সালাম ফরোনোর আগে সাহু সজিদাহ দবিবে।

যমেন: এক লোক যোহর পড়ছিল। তার সন্দহে হল সবে কিত্তীয় রাকাতে আছে; নাকি চতুর্থ রাকাতে? তার মনে পুরাধান্য পলে যবে এটা ত্তীয় রাকাত। সবে আরকে রাকাত পড়ে সালাম ফরিববে। তারপর সাহু সজিদাহ দবিবে।

আর যবে ক্ষতেরে সন্দহেরে দুটো দকি সমান সটোর উদাহরণ হলো: এক লোক যোহরেরে নামায পড়ছিল। তার সন্দহে হল যবে সবে কিত্তীয় রাকাতে আছে; নাকি চতুর্থ রাকাতে? ত্তীয় নাকি চতুর্থ এর কোনোটোটি তার কাছের পুরাধান্য পলে না।

এমতাবস্থায় সবে একীনেরে উপর নরিভর করবে। একীন হলো কমটাকে ধরা। তথা সবে সটোকে ত্তীয় রাকাত হিসিবে গণ্য করবে। তারপর আরকে রাকাত পড়বে এবং সালাম ফরোনোর আগে সাহু সজিদাহ দবিবে।

ছয়: সাহু সজিদার স্থান

পূর্বকোক্ত আলোচনার মাধ্যমে ফুটে উঠল যবে সাহু সজিদাহ সালামেরে আগে দতিবে হয়; যদি কোনোটো ওয়াজবি ত্যাগ করে অথবা রাকাত-সংখ্যা নিয়ে সন্দহে পড়ে যায় এবং তার কাছের কোনোটো দকি পুরাধান্য না পায়।

আর সালামেরে পরে দতিবে হয়; যদি সবে নামাযে কোনে কিছু বৃদ্ধি করে অথবা সন্দহে পতিবে হয়, তবে সন্দহেরে কোনে একটো দকি তার কাছের পুরাধান্য পায়।

দখুন: [মাজমূ ফাতায়াশ শাইখ ইবনে উছাইমীন (১৪/১৪-১৬)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।